এইতো আর কিছু ক্ষণ পরেই আসবে উনিশ।
ধীরে ধীরে দানা বেঁধেছে হৃদয়ে লালসার বিষ।
যে বিষের মাত্রা, দুদিনের যাত্রাকে করে দংশন।
সে ব্যথার বোঝা, হয়তোবা সোজা, তবু স্বীয় মন-
উথাল পাথাল কাতর চিন্তায় আক্রান্ত এ বিবেক।

আগামী উষার আলোর মেলায় বিদূরিত হবে

এ জীবনে যদি হয় তিন কুড়ি বছর আমার।
হবে যে আমার ব্যয়িত লগন তিনটি রেখার।
একটি রেখার শেষের দশায় বসে আছি আজ।

অনলাইন পরিবেশক

PDF Publishers

পিডিএফ পাবলিশার্স

Pdfpublisher.com.bd

Facebook.com/pdfpublishers

উনিশ

আকিব ইরফান

গজল

উনিশ

আকিব ইরফান

প্রথম প্রকাশ

মে ২০১৯

প্রকাশক

আব্দুল বাসিত

প্রচ্ছদ

মুহাম্মদ রায়হান

মূল্য: ১২০ টাকা

ISBN: 978-984-34-6711-9

উৎসর্গ

ন্যায়ের পথে আত্মোৎসর্গকৃত
সকল শহীদানকে

মধ্য রাতের সিদ্ধ প্রেম

মনের কথা থাকুক মনে নাইবা জানুক কেউ।
সময় হলে বলবো আমি জাগবে যখন ঢেউ।
শেষ নিশীথের সময় হলে তুমি আমায় ডাকো।
সেই সে মধুর গোপন ক্ষনে জাগতে পারি নাকো।
তবু তুমি যাও যে ডেকে তিমির বিদায় কালে।
সে তোমাকে ভুলেছি আমি ভ্রান্ত প্রেমের জালে!
ধন্য আমি তোমার মতন এমন সাথী পেয়ে।
যোগ্য হতে তাইতো আমি প্রেম সাগরে নেয়ে,
নিরব সময় সকল ভয় ঝেড়ে ফেলে জাগি।
মনের ব্যথা ভুলে যাই শুধুই তোমার লাগি।
প্রেম আলাপন করে চলে একলা আমার মন।
তোমার প্রেমে ডুবে যেতে চায় যে সারাক্ষন।
জানি তোমার ভালোবাসা আকাশ থেকে বিশাল।
তোমার প্রেমে মজতে আমায় দাওগো কিছুকাল।
এতে আমি মরেও খুশি থাকবো চিরকাল।
জেনো শুধু ছিলাম আমি তোমার প্রেমের কাঙ্গাল।
তোমার ডাকে সাড়া দিতে ফের যদি যাই ভুলে,
তবু আমায় ক্ষমা করো প্রেম নিওনা তুলে।
মধ্য রাতের সিদ্ধ প্রেমে এই মিনতি রলো।
সর্বমনে উঠুক জ্বলে এই প্রেমানলের আলো।
চাঁদ সুরুজের নেই কোন দাম এখন আমার কাছে।
“তোমার প্রেমে জীবন দেয়ার মূল্য অনেক আছে”
সে কথাটি জুড়িয়ে গেছে হৃদয় ছায়ার ক্রোড়ে।
এ জীবনটি কাটুক আমার ভালোবাসার ঘোরে।

নীল আসমান

কুঁড়ি বয়সের কবি
ওহে, আঁকিয়েছো ছবি
মন ক্যানভাসে।
সমাজের অনাচারে
চলে গেলে চুপিসারে
সুদূর প্রবাসে।
হৃদয়ের জানালায়
দুটি আঁখি আটকায়
মথিত ছবিতে।
তটিনীর পানে ছোটা
কৃত্রিম গগনে ওঠা
কথিত রবিতে।
পরক্ষণে ভাঙ্গে ভুল,
ঐতো পতিত মাস্তুল,
অসহায় যাত্রী।
চেয়ে আছে আনমনে
শীতাতপ সমীরণে
ভুলে সব ক্লান্তি।
ভাবছে তোমায় নেতা!
এতো হৃদয় বিজেতা
কবির সম্মান।
আজ খোদার দোহাই!
দেখো চাইছে সবাই
নীল আসমান।

তোমার প্রেম

হঠাৎ করেই ভাবনার সাগরে ঢেউ তুলে তোমার প্রেম।
আজ তেমনই এক ঢেউ আছড়ে পড়েছে বিবেকের সৈকতে।
মরুময় সৈকতে একটি ঢেউই যথেষ্ট ছিল জীবনের নব স্ফুটনে।
সে স্ফুটনে বাকরুদ্ধ চেতনার কন্ঠনালী আরো পিপাসার্ত হয়ে উঠেছে,
কেউ জানেনা নায়াগ্রার জলপ্রপাত আরো ভয়ংকর হয়ে উঠেছে
সে পিপাসা নিবারণের নিমিত্তে,
এভারেস্টের বরফচূড়া গলতে শুরু করেছে ভূ-গর্ভের অশান্ত লাভাকে শান্ত করতে,
যে সুপ্ত লাভা জেগে উঠেছে তোমারই প্রেমে!
আজ ভাষা হারিয়ে কলম হাতে সে প্রেমের রিপোর্ট প্রস্তুতে-
চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে প্রকৃতির শব্দ ভান্ডার।
তাইতো আদি থেকে অন্ত, উদয় হতে অস্ত,
তোমার প্রেমের ছোয়ায় নিজেদের জড়িয়ে রেখেছে।
আর আমি বসেছি সে প্রেমের রিপোর্ট তৈরীতে!
অথচ ধরণীর সব তরুলতাকে কলম বানিয়ে,
সাগর নদীর নোনা মিঠা পানিকে কালি বানিয়েও ব্যর্থ হবে
যেখানে পৃথিবীর সকল সাহিত্য।
তবু তোমার শানে নিজেকে বিলীন করতে চাই বলেই
আমৃত্যু লিখে যেতে চাই,
গেয়ে যেতে চাই, বলে যেতে চাই-
আমার আদিঅন্ত,স্বপ্ন আশা, ছিলে তুমি, আছো তুমি, থাকবে তুমি।

অনুতাপ

প্রেরণার বাতিঘর আজ কেন নড়বড় প্রিয় চেতনায়।
নফসের কালপ্রিট বিবেকেতে করে হিট করুণ ব্যথায়।
জালিকায় বেষ্টিত, স্বীয় মন সুশোভিত- করেছি যখন।
তবে কেন দূরে ঠেলে চলছি তোমায় ফেলে- অবসর ক্ষণ?
শতশত অপরাধ করে আমি ক্ষমাসহ- কত কি পেলাম।
তবু চাই ফিরে যাই, জানি তুমি অপারগ- জানাই সেলাম।
ছোটকালে আশা নিয়ে তোমাদের সাথে চলে পেয়েছি অনেক।
আফসোস থেকে যাবে চিনিনি তোমায় বলে- হয়েছি সাবেক।
পথহারা পথিকের, আশা ছিলে ক্ষণিকের বিশেষিত মনে।
সময়ের সাথে সাথে মুছে যাবো দিন রাতে- থাকবোনা কারো মনে।
অপরাধী মন নিয়ে তোমাদের মান রাখা অতীব কঠিন।
দুনিয়াবি ক্যারিয়ার, ট্যাগময় কালচার আজকে রঙিন।
একসাথে দু ধারায়- হয়েছে যে পথহারা শত আশাবাদী।
হেকমতি কারুকাজ সবখানে দেখে আজ আমি পুঁজিবাদী।
স্বীয় মনে শয়তান লিখেছে অনেক গান একাকী লগনে।
সেই ক্ষণে পরিত্রাণ পাবো বলে হয়রান শয়নে স্বপনে।
সরু সেই জায়গায় ঠাই মোর হয়নাই নিজের হেলায়।
দূর থেকে দেখে যাই প্রিয় কিছু মুখগুলো আশার ভেলায়,
করেছে গমন সীমাহীন পথে- ভয়হীন নাবিক সবাই।
আমি ভাই পারি নাই, তাইতো ওদের বিজয়ের গান গাই।
নেই কোন অভিযোগ, ভুল মোর অগণিত, ক্ষমা করো সবে।
অতীতের হিম্মাত আজ নেই বলে পিছুটান দিতে হবে।
নয়তোবা সাথে থেকে প্রতারণা করে যাবো তোমাদের সাথে।
আজ হোক কাল হোক চলে যদি যাই আমি দিনে কিবা রাতে,
সব ভুল আমারই, জেনে রেখো সকলেই, ভুল বুঝো নাকো।
এর চেয়ে ভালো ঘর আপাতত আজ কেউ খুজে পাবে নাকো।
যেই ঘরে বাসা বেধে, নতুনের পথপানে করেছি যাপন-
কত দিনরাত। থামেনিতো কখনো এ মনে আশার বুনন।
ঐশী আলোর সঠিক সুবাস ছড়াবে চির সতেজ কানন।
এ আশা সাথে নিয়ে চলে গেলেও থেকে যাবে আমার স্বপন।

উনিশ

এইতো আর কিছুক্ষণ পরেই আসবে উনিশ।
ধীরে ধীরে দানা বেঁধেছে হৃদয়ে লালসার বিষ।
যে বিষের মাত্রা, দুদিনের যাত্রাকে করে দংশন।
সে ব্যথার বোঝা, হয়তোবা সোজা, তবু স্বীয় মন-
উথাল পাথাল চিন্তায় কাতর করে বিবেক।
ভেতরের কুটিলতা ঢেকে দেয় মেকি উল্লেখ।
সময়ের ঘড়ি কভু থেমে নয় - ধীর তার ক্ষয়
কিশোর মনের দোয়ারে 'যৌবনডাক' যেনো ভয়।
কামনার কাছে হারি যদি পাছে ভেবে এ মনন।
দোয়া করে যাই, সদা যেনো পাই প্রভুর স্মরণ।
অতীতের শোকে, শত লোক মুখে বেদনার ছায়া।
উদ্দাম হয়ে ছুটে চলা প্রাণে-স্বজনের মায়া।
আটক করেছে আমায় তবুও রবের কৃপায়।
হতাশা কাটিয়ে, বুকটা বাড়িয়ে চলছি ধরায়।
এ জীবনে যদি হয় তিন কুড়ি বছর আমার।
হবে যে আমার ব্যয়িত লগন তিনটি রেখার।
একটি রেখার শেষের দশায় বসে আছি আজ।
দুইটি রেখার হবু নিবারণে অন্তিম সাজ-
ভাসছে নয়নে, ভাবছি গোপনে এ রেখার কথা।
হতে পারে শেষ, জীবনের লেশ। দুদিনের প্রথা-,
আগামী ঊষার আলোর মেলায় বিদূরিত হবে।
মাফ করে দিও, আমার শত ভুল, তোমরা সবে।

স্বীয় প্রাণের দংশক

কারো মৃত্যুতে ব্যথিত হওয়া আজ অপরাধ।
আর প্রতিবাদ? - সেতো মেকি চাদরে ঢাকা সান্তনা।
বড়ই যে নোনতা সে প্রতিবাদের স্বাদ।
সেতো লাখো জনতার সাথে চলে আসা এক প্রতারণা।
সেতো স্বীয় সত্তাকে মাটি চাপা দিয়ে গড়ে তোলা নড়বড়ে প্রাসাদ।
সেতো অন্যের শেখানো বুলিতে নেয়া অবৈধ আস্বাদ।
কেমন করে ভাবছিলে ওহে শান্তিকামী প্রতিবাদী,
নেতাকে মুক্ত করবে তারই হন্তারক অবৈধ শাহজাদী?
অদ্ভুত তোমার মনন চেতন!
তুমিই আবার উড়াতে চাও বিজয় কেতন?
তবে জেনে রাখো, নেতার উদারতাকে পুঁজি করে যারা বেঁচে আছে।
সকল চিঠি বিবৃতিগুলো দলা পাকিয়ে ছুড়ছি তাদের জ্যান্ত লাশে।
নেতা মহান বলেই তার এ উদারতা।
আমরা ভীরু-পৌরুষহীন বলেই এ নিরবতা।
তাইতো অবহেলিত আজ বাইয়াতে রিদওয়ানের সুন্নাহ।
কথিত হিকমাতে আচ্ছাদিত প্রিয় মুসলিম উম্মাহ।
কসম বিল্লাহি, নেতা পার পেলেও পার পাবে নাকো ওহে দর্শক।
জেনে নিও, আজকের নিরবতাই হবে স্বীয় প্রাণের দংশক।

ব্যথিত চিঠি

তবু তুমি জাগলেনা?
আজো তুমি বুঝলেনা!
আফসোস নেই, নেই হতাশা!
এ কেমনতর খেলছো পাশা?
নিরীহ লাশের গন্ধটাও কি নিরীহ?
যদি নাই হয় তবে কাকে করছো সমীহ?
তোমার আমার অথবা তার
নতুবা ভয় পাচ্ছো যার!
সকলের প্রাণতো একটাই!
তবে কার তরে বাঁচা চাই?
আছে কি জবাব কোনো?
"বসে বসে লাশ গুনো!
নতুন ডায়েরীতে স্বপ্ন বাতাও।
বছর শেষে আবেগ ছাপাও!"
তাইতো দেখছি বছর খানেক,
অনুরোধ ফিরে এসো বারেক-
বদর ওহুদের তপ্ত বালুর ময়দানে!
পাবে স্বপ্নের দেখা লাল আসমানে।
ফিরে এসো বন্ধু, পেড়িয়ে সিন্ধু।
মুছে ফেলো আঁখির অশ্রুবিন্দু।
গর্জে উঠো একবার সবে।
জিকির তোল তাকবীর রবে।
রক্তের বদলা তো নয় বিবৃতি!
কবে হবে তোমার সুমতি?
এ ব্যথায় তোমার হৃদয়,
জবাব দিতে পাচ্ছে ভয়?
আমি জানিনা, কোথায় যাচ্ছো তুমি?
অথচ লাল প্রিয় জন্মভূমি!
সত্যের সাক্ষ্য কে দেবে আজ?
তুমি নাকি আসমানি বাজ?
আজ বলতে বাধ্য, তুমি নও পরিপূর্ণ।
আমার বিশ্বাস হতে বাকি চূর্ণ!

শুধু আমি নই, সাথে আছে আরো।
অনুরোধ ওহে, কথিত হেকমত ছাড়ো।
জানি নেই কোন লাভ বলে!
তবু প্রথম ভালোবাসার ফলে,
চাই ভাঙুক ভূল আমার।
ভালো থেকো-
কৈশোরের প্রিয় রাহবার!

শেষ ইচ্ছে

তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানিনা।
আমি শুধু তোমার জন্য কিছু কবিতা, কিছু কথা তুলে রেখেছি।
আমার ব্যথায় আমি স্বীয়কে ভাবিনা।
চলার পথের হাসি কান্নায় তোমাকে ভেবেছি।
আমার দেয়া উপহার নিয়োনা অন্যভাবে।
নতুবা ক্ষনিকের তরে মনটি তোমার বদলে যাবে।
সব কিছুতেই শুধু আমাকে কিবা আমার অস্তিত্বকে পাবে।
হয়তো থাকবোনা তখন আমি তোমার অচেতন খা'বে।
কিন্তু সে ভুল কখনো করোনা, যে ভুল করেছিল সিরিয়ার মায়েরা।
অস্থায়ী স্বপ্নে হয়োনা কখনো মাতোয়ারা।
এ ভূমি আফগান অথবা ফিলিস্তিন হতে বেশী দূর নয়।
সেদিন তোমার অন্তর যেনো থাকে শহীদী মায়ের মতো প্রশান্তিময়।
আমি চাইনা আমার লাশ বিধৌত করুক স্বচ্ছ জল।
আমার শেষ ইচ্ছে জেনো, লাল খুনের রক্তিম গোসল।

বিরহের কথাকলি

অতীতের ব্যথাহত বিরহের কথাকলি সুর হয়।
কবিতায় কথা গানে, শিল্পীর কল্যাণে ফুটে রয়।
গান শুধু গান নয়, ব্যথা ভরা জীবনের কথা কয়।
নেই কোন কপটতা, নেই ভণ্ডামি শঠামির ভয়।
যে গানের গীতিকার, দুর্জন দুরাচারী নয়,
সে গানের সুরগুলো চিরকাল থাকে অক্ষয়।
সে গানের কথা লিখি, শিল্পীরা সুর দেয় দেখো।
উপমায় ফুটে শাখ- গল্পের সার সবে শেখো।
"ওসবে লাভ কি? অযথা বকাবকি করোনা আর!"
"বুড়োটা কি বলে? কতটা ভীতু সে হয়েছে এবার?
আমি ভাই চিরখুশী, কথা গান তুলে রাখি- রাতে।
সেই গান গাবো বলে, মন ছুটে আগামী প্রভাতে।"

গাফিলতার অনুশোচনা

স্বীয় দায় অতিকায়, বিবেকের কাছে ন্যস্ত।
যদিও হায় এ অধম চায়, থাকি সদা ব্যস্ত।
কিইবা আছে করার? নব সমাজ গড়ার
তরে মেকি মানবতা, আদৌ কি দরকার?
আড়ালের যারা হতে ধ্রুবতারা সহসায়
বর্ষা রজনীতে দেখা দেয় বিজলি ছটায়।
নিত্য সন্ধানী আঁখি, হয়ে ক্ষীপ্র বাজপাখি,
অন্য জগতের পথে ছুটে যেতে চায় নাকি?
গোপন কিছু ব্যথা, নাইবা হোক কাব্যকথা,
হতে পারে তো নিজেকে গড়ার প্রথা!

তুমি আসবে জেনে

তুমি আসবে জেনে আমি বদলাতে চেয়েছি।
জানিনা হায়, কেমন বদলাতে পেরেছি?
আমি চাইনি তোমায় এভাবে কখনো।
তুমি যে আমায় চাও সেটা নয়ত পুরোনো!
হঠাৎ করে চলে এসো তুমি, সেটাতো সত্য।
তোমাকে বরণের আগে ঢালতে চেয়েছি কিছু রক্ত।
ভেবোনা তুমি হয়তো অনেক শক্ত।
জেনে নাও, আমি আজো তোমার ভক্ত।
তবে কলুষিত এ মন নিয়ে চাইনা তোমার দেখা।
অনেক জেনেও আজো হয়নি আমার শেখা।
তবুও বেঁচে আছি, তুমি আসনি বলে।
এ হৃদয় আজো ভাবে তোমায় প্রতীক্ষার ছলে।
সময় হলেই তুমি আসবে।
তখন সবাই দেখো কাঁদবে।
ইচ্ছে বড় সেদিন আমি হাসবো।
সেদিন তোমায় ভালবাসবো।
জানিনা পারব কি সেদিন হাসতে?
পারব কি এ সময় প্রবৃত্তির সাথে লড়তে?
পারব কি শান্তিতে মরতে?
প্রশ্নগুলোর নেই কোনো জবাব আমার কাছে।
মৃত্যু তোমায় ভেবে ভেবে থাকি যেন বেঁচে!
মৃত্যু তুমি আসবে যখন,
হয় যেন সেটা শহিদী মরণ।

মরু বিজনে

তপ্ত বালুময় মরু বিজনে-
শোন শোন মরীচিকা গুঞ্জনে!
কি আছে ভুবনে?
ভাবো কি গোপনে?
শিল্পের ধরায়- সুরেরি উপমায় ফুটে আল্পনা।
গন্ধ ব্যাকুল, বিদ্ধ ত্রিশুল, বিদূরিত সুনিশানা।
ছুটে জনারণ্য, হয়ে হন্য, অজানা সন্ধানে।
জানো কার জন্য, হয় বন্য, ঘোর অচেতনে।

বায়ু-হিল্লোল মনে মনে,
সুর তুলে জনে জনে।
বেঁচে আছো কার সনে?
আশায় আশায় প্রতিক্ষনে।

একা একা পথ চলা, গানে গানে কথা বলা, আর হবেনা।
দূর থেকে ভালোবাসা, মরুর ক্ষুৎ-পিপাসা, কিছু রবেনা।
ছিল যা, থাক তা যতনে,
বালুময় মরু বিজনে।

অতীত কথন

মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম নিউরন সমূহে আন্দোলন দানা বেধেছে!
হৃদয় ক্যানভাসে কেউ যেনো বিপ্লবের ছবি এঁকেছে!
আঁকেনিতো! এ যেনো শক্ত হাতের গাথুনি দিয়ে মোহর মারা।
তাইতো হাজারো রক্তকণার অনুরণন সে ছবিকে মুছতে পারেনি।
হয়তো একটু জীর্ণ হয়েছে, একটু সেকেলে ভাব ধরেছে।
তারপরও বক্ষপিঞ্জরের ভিত্তিমূলে সে ছবি আজো রয়ে গেছে।
সেজন্যই বোধহয় বিবেকের লাভা যখন সব কিছু উগড়ে দেয়,
তখন হৃদয়াভ্যন্তরে যে ছবিটি লালচে ভাব নিয়ে ফুটে উঠে-
সেতো বিপ্লবেরই ছবি! যেনো জানান দিচ্ছে-
আমি লাল, আমাকে পেতে তোমাকেও হতে হবে লাল।
লোহিত শোনিত এ আহ্বান -
বিবেকের লাভা তরঙ্গে প্রবাহিত হয়ে ছেয়ে যায় তামাম ধমনীতে।
চামড়া পৃষ্ঠে ধমনীগুলোর অবয়ব ফুটে উঠে তখন,
যেনো রক্তস্রোত বাঁধ ভাঙ্গার উপক্রম-
অপেক্ষা শুধু বন্যার!
কিন্তু এ যে অন্যরকম বন্যা, এতো অনন্যা।
এ বন্যায় আনন্দিত মন-প্রাণ।
এ বন্যার স্রোতে আছে ঐকতান।
এ বন্যায় সুর পাবে হাজারো গান।
এ বন্যায় ভেসে যাবে সব বেইমান।
এ বন্যার উদ্বেলিত ঢেউ বঙ্গদেশ থেকে চায়না,
ইউরোপ থেকে আমাজন হয়ে নাভানা,
দজলা-ফোরাত, নীল, হোয়াংহো থেকে টেমস-
জল-স্থল-গগনে জাগাবে ফোয়ারা।
লালে লালে দুনিয়া আবারো হবে দিশেহারা!!!

সোবহে সাদিক

সোবহে সাদিক নিয়ম মাফিক অমানিশা শেষে,
এনেছে আবার প্রেম রাহবার প্রভাতীর বেশে।
আলোড়িত বক্ষে নবায়ন লক্ষে লেখনীর প্রাণ!
অবাক নয়নে সবাক চয়নে ফুটে প্রেম গান,
যে প্রেমের নেশা, আমরণ পেশা ছিল মনীষীর।
কোথায় হারালো অসীম ধারালো রূপ ধরণীর?
ন্যায় নীতি সব ছুড়ে উৎসব করছে দালাল,
ইতিহাস ভুলে কাফিরের কোলে বসেছে কাঙাল।
ভাবছে কি হায়? প্রাণ যদি যায় প্রতিবাদ করে।
তার চেয়ে ভালো, থাক সাদা কালো, আমি থাকি সরে।
ওহে দুশমন! আরাম শয়ন ভুলাবো তোদের।
শপথের ডাকে ছুটে চলে লাখে হাতে শমসের।
থেকো সাবধান, যাবে গর্দান যদি থাকে প্রাণ।
বুঝবে তখন বাজবে যখন মরণের তান।

প্রার্থনা

শুধু চাই যে তোমার কাছে, ওগো প্রভু।
ক্ষমা করে দিয়ো তুমি, ভুল হলে কভু।
পারিনি বিলাতে নিজের এই জীবন।
দেখেছি যে চেয়ে কত শহীদী মরণ।
অপরাধ মেটাতে, তাই তো সবে চায়।
ন্যায়ের পথে থেকে চড়তে সেই নায়।
যে নায়ের নাবিক ছিলো বীর হামযা।
হাতে তুলে নিয়েছিলো কালেমার ধ্বজা।
সবশেষে মিনতি করি, তোমার শাহে।
কবুল করো আমাদের, তোমার রাহে।
নতুন শপথ আজ এনেছে জোয়ার।
খুলতে পৃথিবীর ঐ রুদ্ধ দুয়ার।

নবদূত

শহীদেরা কাল অভিশাপ দেবে কিয়ামত দিনে।
পার পাবেনাকো! আটকে আছো যে তাহাদের ঋণে।
পাজরের খুন ঢেলে দিয়ে যারা চির অম্লান।
তাহাদের পথে ছুটে চলো সবে গেয়ে সেই গান।
যে গানের সুর ধরে ছিলো বীর হামযার অসি।
যে গানের সুরে আজো গান গায় সব রবি শশী।
সেই সুর আজো বাঁজে কামানের কর্কশ শব্দে।
সেই সুর আজো বাঁজে কাব্যের গম্ভীর ছন্দে।
ফিরে পেতে সেই সুর তাই করে যাই অনুরোধ।
জেগে ওঠো, গান ধরো, ওহে মুক্তির নবদূত।

গোলাপের হাহাকার

গোলাপের কুঁড়িগুলো দেখো ডেকে বলে,
"বিকশিত হবো মোরা আগামীর ফুলে।
আদর সোহাগ দাওগো মোদের তরে,
আগামী পৃথিবী, তবেই উঠবে ভরে।
কেনো আজ দেখা নেই সুরভিত গোলাপের?
ফোটবার আগে কেনো কেড়ে নাও আমাদের?"
তবু আজো থেমে নেই মালিদের অনাচার।
তাই আজো শোনা যায় কুঁড়িদের হাহাকার।

তাসফিয়া

হয়তো তোমার ক্ষনিক সময় বলেছে অনেক কিছু,
তবুও সবাই ছুটছি আজও দুনিয়াদারীর পিছু।
বেহেশত নামের মোহনবাগে নতুন ফুলের হিয়া,
দিচ্ছে জানান ঐ ধরণীর স্বপ্নময়ী তাসফিয়া।
মায়ের সাথে করতে দেখা বোনের আগে চললে তুমি।
তোমার ললাটপটে একে দেয়া বোনের সে নিত্যচুমি,
পাবেনাতো আর কখনো আগের মতন নতুন করে।
ছিলে তুমি আছো তুমি থাকবে সবার হৃদয় ক্রোড়ে।
বছর সাতেক থেকে তুমি চলে গেলে আপন নীড়ে।
এমন করেই কে যে কখন প্রভুর ডাকে যাবে ফিরে।

পলকে

চোখের পলকে বিজলি ঝলকে
আলো আধারের খেলা।
চলছে সাথেই, গগন মাঠেই
হাজার তারার মেলা।
তাদের ভেতর চাঁদের কদর
বাড়ছে রাজার বেশে।
আলোর প্রভায় মধুর ছটায়
খেলছে সবাই হেসে।
রাত পোহালেই চাঁদ রাজা সেই
লুকিয়ে কোথাও যাবে।
ভানুর কিরণ নবীন জীবন
আনবে আবার ভবে।
সবাই হারায় দিনের বেলায়
তিমির চাঁদের প্রভা।
হয়ে যে গোপন করছে গ্রহণ
ছড়ানো রবির আভা।

প্রেম গান

কবি মনে যদি কভু নাইবা জাগে প্রেমের সাধ।
সে মননের প্রান্তরে চাই হোক নতুন আবাদ।
কিন্তু ভুলে ভরা প্রেমে, শঠতার ফ্রেমে নষ্ট জীবন।
হতাশায় ডুবে একাকী লগনে করে হৃদয় দহন।
সে দহন জ্বালা মেটাতে 'পেয়ালা' খুজে নিস্ব।
প্রেম পিপাসা - নয় তামাশা! আর্দ্র হৃদয় বিশ্ব-
হয় যদি তোমার কিংবা আমার,বলো কি হবে হাল?
তাইতো লেখায় কাব্য কথায় আবেগী দামাল-
করছে সাবধান! জেনে রেখো সব মহা প্রেম গান,
দিয়েছে প্রেয়সী-প্রেমিকের তরে আল কুরআন!

সুবাশিত সৌরভে

আজ আমাদের চাহনি আছে,
কিন্তু এতে কোনো পলক নেই,
সে চাহনিতে কি লুকিয়ে আছে তা বলার মুখ আছে,
কিন্তু জিহ্বা নেই।
আমাদের জিহ্বা কেটে ফেলা হয়েছে,
আঁখির পাপড়ি তুলে ফেলা হয়েছে।
হাসি কান্না একাকার করতে দাত গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে।
প্রতিবাদের প্রতিক রুখতে ডান হাতের তর্জনী আংগুলটাও নিয়ে নিয়েছে।
তবুও থামিনি আমরা,
পলকহীন চোখেই বিদ্ধ করেছি তাদের,
জিহ্বা ছাড়াই ইশারা ইংগিতেই করেছি সভা সেমিনার,
তর্জনীবিহীন মুষ্টিবদ্ধ হাতেই একত্রিত করেছি জনতাকে,
তাই আজ ওরা ব্যগ্র হয়ে উঠেছে আমাদের মুষ্টিবদ্ধ হাতকে দমিয়ে দিতে,
কিন্তু আমাদের আকাঙ্ক্ষা আর বাসনা থমকে দেয়ার পথ তারা কখনো খুঁজে পায়নি
আমাদের খুলি কাটা মগজে ওরা স্বপ্নের মৃত্যু খুঁজে,
নিশ্চল হৃৎপিন্ডের নিলয় অলিন্দে খুজে আবেগের মৃত্যু।
ওরা জানেনা আমাদের স্বপ্ন আবেগ আমাদের রুহের সাথে মিশে আছে।
তাদের বুলেট, চাপাতির কোপে এর মুক্তি ঘটে,
উর্ধ্বাকাশে গমনের পথে বাতাসের প্রতিটি ইথার এর সৌরভে সুরভিত হয়।
সে সুবাশিত সৌরভে আমাদের আবেগ ও স্বপ্ন ছড়িয়ে পড়ে দেশ হতে দেশান্তরে।

অপেক্ষা

'অপেক্ষা' আজ তোমার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসার কথা নিয়ে এসেছি।
সেই ছোট বেলা থেকে আজ অবধি, তোমাকে সাথে নিয়েই বেঁচে আছি,
বয়স তিন থাকতেই শুরু হয়েছিলো অপেক্ষার যাত্রা,
কবে ভাইয়াদের সাথে স্কুলে যাবো কিংবা আব্বু কবে সাদা দাড়ি কিনে নিয়ে আসবেন সে অপেক্ষাতেই বোধহয় শুরু,
২০০২ সালে আব্বু আম্মু হজ্জে যাওয়ার পর কবে ফিরবেন সে অপেক্ষা,
১ম শ্রেনীতে বার্ষিক পরীক্ষায় ১ম হয়ে পার্কে যাওয়ার অপেক্ষায় দিন গোনা,
এভাবেই অপেক্ষার পর অপেক্ষা যোগ হতে হতে আজ এখানে,
আজো শেষ হয়নি অপেক্ষা,
হয়তো অপেক্ষার বিষয় পাল্টেছে,
তবে অনুভূতি আগের মতই আছে,
অপেক্ষার সাথে বয়সের ভারিক্কী যোগ হয়েছে হয়তো,
কিন্তু অপেক্ষায় ছটফট করা মন আজো বালক রয়েছে।
আজ অপেক্ষা করি অনেক কিছুর,
কিন্তু এ সমাজে এসবের অপেক্ষা করা যেনো নিষিদ্ধ কোনো কাজ,
কিসের অপেক্ষা? সে কথা বলতে অবয়বে ভেসে উঠে রক্তিম লাজ।
অপেক্ষা আজ সমাজের কালো দেয়ালে রুদ্ধ,
অপেক্ষা আজ মুক্তি চায়,
অপেক্ষা আজ অবহেলিত,
অপেক্ষা আজ অপেক্ষায় আছে,
কবে সে স্বাধীন হবে?
আমরা অপেক্ষার স্বাধীনতা চাই,
অপেক্ষার গান গেতে চাই।
মুক্ত আকাশে অপেক্ষার ঘুড়ি দেখতে চাই,
রাজপথে অপেক্ষার মিছিল দেখতে চাই।
আমরা অপেক্ষায় আছি,
চিরন্তন মুক্তির মঞ্জিলে শামিল হবার,
নতুন পৃথিবী সূচনার।
অপেক্ষা তোমায় ভালোবাসি,
তুমি ছাড়া আমাদের যান্ত্রিক-অযান্ত্রিক জীবন বলে কিছু নেই।
তুমিই এখন আমাদের বেঁচে থাকার অক্সিজেন।

রাতের আধার

দিনের আলোর চেয়ে রাতের আধার আজ আমার কাছে বেশী আপন,
অনুসন্ধানে উঠে আসে অনেক বিস্ময়কর তথ্য আর অদ্ভুত কারন ।
রাত নাকি প্রেমিকের দূর্গ, সালারের বর্ম, নাবিকের কম্পাস,
রাত নাকি পথিকের বিশ্রাম, কবিতার উৎস আর নিস্তব্ধ আকাশ।
আমি রাতের আধারে পাই ভালোবাসার শীতল পরশ,
আমি তিমির আধারে দ্বিপাক্ষিক সভায় পাই নতুন হরষ,
আমার প্রেমিক মনের দূর্গদ্বার খুলে মগ্ন হই মহা প্রেমে,
দিনের আলোতে পরিহিত মেকি বর্ম খুলে কাঁদি থেমে থেমে,
ব্যর্থ নাবিকের দিকবিহীন কম্পাসে খুঁজি ঐশী দিক,
ভুলে যাই কত পথ হেটে আজ আমি ক্লান্ত পথিক।
কবিতার খাতা পড়ে থাকে অলস কবির অবশ হাতে,
আর সুবহে সাদিকের অপেক্ষায় থাকি নিস্তব্ধ গহীণ রাতে।

একটি পদ

আমি কবির কবিতা থেকে বেড়িয়ে এসেছি,
কথকের রূপকথাকে বাস্তবে এনেছি।
গল্পকে জীবন নয় বরং জীবনকে গল্প বানিয়েছি।
আমি আমার রাজ্যে রাজকুমার হয়েছি।
আমি আমার রাণীমার হাতে ফুলমালা পড়েছি।
আমি শাহজাদাদের সম্মান ও ভালোবাসা পেয়েছি।
আমার রাজ্যপালের ছায়ায় আমি পৃথিবী শিখেছি।
আমি চেয়ে না চেয়েও অনেক পেয়েছি।
তাইতো আজ সেই কথাটা লিখতে বসেছি।
আমার রাজ্যে একটি পদ এখনো খালি রেখেছি।
তার অপেক্ষায় ছিলাম, আজো রয়েছি।
সে কি আসবে? জানা নেই! তবুও পথ চলেছি!

অপহৃত আমি

আমি হারিয়ে যাবো আমার মতো করে,
নষ্ট এ সমাজটাকে দেবো তার মতো ছেড়ে।
আমি হারাবো নিজেকে শূন্য দিগন্তে,
আমি জাগাবো মানুষকে স্বপ্ন বৃত্তে।
তবু আমি থেকে যাবো, এই কালো ঘরে।
কথা গানে বলে যাবো, থেকে আলো আধারে।
স্বপ্ন আমার প্রেরণা, থাক না যতই বেদনা,
আমি চাইনা করুণা, থাকুক আমার যাতনা।
আমি উঠবো জেগে- কুয়াকাটার সৈকতে,
সূর্যোদয়ের আবেগে- অশান্ত ঢেউয়ের সংকেতে।
আমি সুন্দরবনের গহীনে- থাকবো বাঘের গর্জনে,
নীলগিরি পাহাড়ের সোপানে- মেঘের ভেলায় আনমনে।
আমাকে ভাসতে দেখে বসোনা সেই ভুলটি করে,
লালচে আলোয় মেখে আমি আবার কেমন তরে,
কার জন্য ফিরে এসেছি এই অশান্ত নীড়ে?
আমার রেখে যাওয়া শত পদচিহ্নের ভিড়ে,
কাউকে খুঁজছি যেনো আবার নতুন ঘোরে!
সেতো আমি আমাকেই খুঁজি ভেঙ্গে গড়ে।

পান্থ নিবাস

নিভৃতে নিশিথে সচকিত পাঠকের মন
কলুষিত, তবু থেমে নেই স্বপ্ন বুনন।
বইয়ের পাতা, হৃদয়ের খাতা একাকার,
হতাশ লগনে হঠাৎ গগনে উপহার।
সোমের সৌরভে বিকশিত ফুলেল সুবাস,
ছয়টি তরুর ছায়ামসী পান্থ নিবাস।
তিল তিল করে গড়ে উঠা প্রিয় নীড়,
স্বপ্নালু আখিতে ভাসে যে সাঁঝের আবীর।
বালুকার সম কোনো এক নীড় জেগে উঠে,
নির্মান করে দিতে পারে শান্তি এ তটে।
প্রেরণার ছোঁয়া কেটে কালো ধোয়া অজানার,
উড়ে চলে যেতে পারে বহূদূর পারাবার।
অজান্তে ছোট গৃহ গড়ে তুলে নীলাকাশ।
যার নীচে চিরকাল বইবে যে সুবাতাস।
খরা মাঠে ফিরিয়ে আনবে সুর কলতান
প্রতিটি কণা গাইবে আমাদের জয়গান।
সেদিনের আশা নয় ভাসাভাসা ছলছল।
পাঠকের ছোখে বিস্মিত জ্যোতি সুবিমল।
আগামীর তরে বেঁচে থাকা নয় দরকার,
প্রয়োজন শুধু হৃত অতীতের হুংকার।

বিশ

এক এক করে পার হয়ে যায় কৈশোর যৌবন,
সাদাকালো জীবনের গতিময় অসম ত্বরণ,
ভাবায় আমায়, কাঁদায় কখনো, কখনো হাসায়!
বিশের শুরুতে অতীত হিসেবে বিলাসী আশায়,
নতুন স্বপন, করছি বুনন মনন জমীনে।
সহসা যখন সবকিছু ছেড়ে লুকাবো কফিনে,
ভাবনা গুলোর সুর তাল লয় তখন আবার,
নতুন আবহে সোবহে সাদিকে কাটাবে আঁধার।
থাকবোনা আমি, থাকবেনা কেউ, কিসের লড়াই?
দুনিয়াবি সুখ খুজে পেতে তবু সময় খোয়াই!
অনুরোধ শুধু মাফ করে দিও কখনো কোথাও,
যদি ভুল করে থাকি জেনে কি-বা না জেনে, ধোঁকায়।
আরশ ছাঁয়ায় ঠাই পেতে চাই, ওগো দয়াময়।
এ জীবন কালে দিও এ অধমে আসল বিজয়।

আলেয়ার আলো

আলেয়ার আলোমাখা স্বপ্নের ঝলকানি
ফ্রাগন্যান্ট আতরের ঘ্রাণে কারো প্রাণহানি।
তানপুরা সুরে কদম বকুলের পাতাঝরা নাচ,
সলতের আগুনে ঝলসে উঠা আতশি কাচ।
নিকুঞ্জকানন কল্লোলিত কোকিলকূজিত রাগে,
মধুমক্ষিকা গুঞ্জিত দুপুর রোদে পোঁড়া ফুলবাগে।
ঐখানে সহসা কেউ বেদনার বিরহ গানে মাতে,
শীতলতা বুকে টেনে উষ্ণীয় আবেগের সে রাতে।
প্রদীপ্ত সূর্যের আলো নিয়ে বাঁকানো চাঁদের হাসি,
ভাসমান তটিনীর গর্জনে ভালোবাসা রাশিরাশি।

অগোছালো চেতন

কৈশোর শুরুতে হারাতে হয়েছে কিছু,
যৌবন সড়কে তাই ছুটে পিছু পিছু!
চিন্তার জালে ধরা পড়ে সেই স্মৃতি,
কোথায় পাবো সে ভালোবাসা আর প্রীতি?
কখনো ভাবেনি মন যা, সহসা পেয়ে-
দ্বিধাময় অন্তর- যায় ঘেমে নেয়ে।
জীবনের সমীরণে দোলা দেয় কেউ!
ভয় পেয়ে উঠি, এই কি প্রেমের ঢেউ?
অসহায় মন বিবেকের দংশনে,
চেপে যায় কিছু 'কথা-ব্যথা' আনমনে।
নিজেকে জানিয়ে অবশেষে লিখি চিঠি,
হাতে নেই জেনে জীবনের কলকাঠি -
খুঁজে ফিরি তাকে- কোন সেই জন?
দিয়েছেন যিনি অদ্ভুত এই মন!
খুঁজে পেয়ে তাকে, খুলে বলি সব কথা,
থোড়াই কেয়ার করি সমাজের প্রথা।
বিলিয়ে নিজেকে ভারহীন হতে চাই,
এতেই তো রূঢ় প্রেম-কথা খুঁজে পাই।
আড়ালের কথা সব আড়ালেই রেখে,
হেসে যাই দুনিয়ার জীবনটা দেখে।।

অনুতাপ

নিজেকে নিজের ভেতর হরণ করেছি অনেক বার,
হতাশ আমার বিবেক হৃদয় পারছিনা আমি আর।
ভালোবাসো বলে দিয়েছ সুযোগ আমায় হাজার পাপে,
বারেবারে ফিরে আসে মন ভালোবাসা ঘেরা অনুতাপে।
ওয়াদার পর ওয়াদা করেছি তোমার বাণীর সাথে,
দিনের আলোয় আলোকিত আমি হারাই আধার রাতে।
বদলে নিজেকে অসহায় পাপী ভুলে যাই স্বকীয়তা,
সোবহে সাদিকে কপট বদনে ফুটে মেকি সরলতা।
চলছে এভাবে জীবন আমার তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে,
পারছিনা আমি আবার রাঙাতে আমাকে তোমার ভয়ে।
দিন শেষে আমি চাই যে তোমাকে দেখতে আমার পাশে,
কবুল আমায় করো তুমি ওগো রক্ত রাঙানো লাশে।
পাপবোধ নিয়ে থাকি যেনো বেঁচে দুনিয়ার মোহ মাঝে,
বরকত দাও তুমি রহমান আমার সকল কাজে।

ভালো মানুষী মন

এইতো কদিন আগের কথা, ছিলো নাকি মানবতা?
হঠাৎ কেমন থমকে গেলো, উঠলো জেগে ক্ষমতা।
ভয় পেয়ে সব চুপসে যেনো, সহসা পড়লো নুয়ে,
বিবেক তোমার উঠেছে জেগে? নোনাজলে আঁখি ধুয়ে,
যাচ্ছে ভেসে বদন তোমার, কিছুই করার নেই?
কান্নারা আজ অবহেলিত, হারিয়ে মনের খেই!
অনাচারের আচার গড়ায়, পায় খুজে সব সুখ!
তাইতো দেখো আমিও কেমন, বদলে নিজের মুখ-
সমাজ মাঝে নিজের বিবেক, লুকিয়ে আসল রুপ
ভালো মানুষী মনটা আমার, হঠাৎ করেই চুপ।

মুসাফির আমি

মুসাফির আমি দুনিয়ায় আছি আর কতদিন?
আশা ভয় সাথে নিয়ে তবু করেছি অনেক ঋণ।
নিজেকে দেয়ার চেয়ে পরের গরজে ছিলো মন,
ভাবিনি কখনো আসবে এমন অসহায় ক্ষণ।
জীবন খাতায় জমেছিলো যত ভালোবাসা সুখ,
একে একে হারিয়েছি আমি চেনা জানা কিছু মুখ।
জেলের কুঠুরি দিয়েছে আমায় রূঢ় ভালোবাসা,
তাইতো এখনো আছি বেশ ভালো পায়নি হতাশা।
ভরসা তোমার তরে ছিলো তাই আশাবাদী-
নতুন জীবন দেখবো আবার, দেখবো আজাদি।
থাকবেনা ঋণ, পিছুটান কোনো - দুনিয়ার মোহে।
তামান্না সেতো জান্নাত শুধু - আমার এ রূহে।
তোমার দ্বীনের বিজয়ে আবার শামিল আমায়
করো ওগো দয়াময়, মাফ করো তোমার দয়ায়।
আশা বুকে সাথে নিয়ে একে যাই স্বপ্ন আমার,
তুমি যদি থাকো পাশে নেই কোনো কিছু হারাবার।
জানি তুমি আছো পাশে, তাই নবদিন আসবেই,
কোনো একদিন নিশ্চয় তীরে তরী ভিড়বেই।

স্বপ্ন

কথক কবির শব্দমালার শেষ কোথা কেউ জানেনা,
সোম ও রবির অস্তাচলের হিসেব করাও থামেনা।
রাজপথের ঐ টোকাইটা আজ খুশীতে নেই মনে মনে,
তারপরও সে ঘুরছে সদাই রাজ সড়কের লনে লনে।
হয়তো কোথাও পেতে পারে বর্জ্য নামের কাচামাল,
সেই আশা ও সম্ভাবনায় এগিয়ে চলে দিনকাল।
ঘরে ফিরে পিতৃহারা সকল টোকাই আসর জমায়।
অতীতের হিসেব কষে- নূতন দিনের স্বপ্ন বাতায়।

চৌধুরী মুসান্না আল মুজাহিদ ও তামান্না লস্কর মুন্নি এর বিয়ে উপলক্ষে একটি 'কাব্যউপহার'

দেখো দেখো আজ খুলেছে যে নয়া যামানার দ্বার।
ব্যাথাতুর প্রাণে প্রাণে হয়েছে সুখের সঞ্চার।
বিবাহের ক্ষণে প্রিয় নীড় আজ লোকে ভরপুর।
দুটো মনে আজ প্রোথিত হলো চির নবীন সুর।।
লুকিয়ে আছে তাদের মাঝে আগামী ভবিষ্যৎ।
দাও খোদা দাও ! তাদের মনে ঈমানী হিম্মত।
যে ছোঁয়াতে গড়েছিলে আলী-ফাতেমার সংসার,
দিয়েছিলে তুমি, সেই ছোট নীড়ে-কতো সম্ভার।।
প্রতিদিন যেনো হয় আজকের মতো সূর্যোদয়।
একদিন হবে এভাবেই কাংখিত অভ্যুদয়।
সবশেষে বলি, ভাই-'আল মুজাহিদ'-মুসান্না।
চিরসুখে থেকো, সুখে যেনো থাকে ভাবী তামান্না।।
যেই সাথে নবপ্রাণ পাবে প্রিয় পান্থনিবাস।
সকলের দোয়া নিয়ে গড়ে তোল প্রাণের আবাস।
আজকের পথচলা ইতিহাসে থাক অম্লান।
সেই আশায়-উপহারে আমি আকিব ইরফান।।

নতুন আবেগ

অবাক হওয়া একটি কথায় ঘুচলো আমার রাত,
হারিয়ে যাওয়া নিঝুম মায়ায় হঠাৎ বাড়ায় হাত।
সেই কথাটির শব্দ মালায় কিইবা এমন ছিলো,
ছোয়ায় আশার স্বপ্ন আমার কেইবা দখল নিলো?
আজ লেখনীর শত কথায় ছড়ছে যত অপবাদ,
ব্যথাহত নর নারীর বিলাপ দেখে কাঁদে মহানাদ।
জড়ানো কথায় বিবেক লুটায় রাত আধারের কোলে,
সেই বিবেককে উঠাতে আবার নতুন আবেগ জ্বলে।

শহুরে ডাহুক
(সনেট)

ডাকছে কেমন দেখো শহুরে ডাহুক,
নিঠুর ভুবনে এ যে বেমানান সুর!
সড়ক পথের মাঝে কালচে কুকুর-
ঘেউ ঘেউ স্বরে তাকে করেছে ভাবুক!
বোধদয় তবে হলো কারো কারো আজ!
কুকুরের মনে এলো ডাহুকের লাজ।
দুটো মনে এক হলো সব হাহাকার-
দুপুর রোদে ঝলসানো ইশতেহার!

কুয়াশায় ঢাকা ভোরে গোমট হতাশা,
খড়তাপে কেটে যাবে নেইতো ভরসা।
তবু আশা কিনে নিতে বেঁচেছি বিবেক!
তাড়নার তোড়ে ফিকে ভিতরের মুনি,
ভিখারি নিজেকে ভাবে কালকের ধনী।
সময়ের সাথে ধরি কালজয়ী ভেক!

নতুন সনেট

স্বভাষার ছায়া, কবিতার কায়া বহুদিন ধরে দেয়নিকো দেখা,
প্রবাসের ভাষা জুগিয়েছে আশা, নূতনের তরে অবিরাম শেখা।
তাই বলে মন, নেই সারাক্ষণ আবরণ পড়ে পাজরের মাঝে!
দূর আরাকান দেয় আহ্বান - নতুন সমরে লোহিতের সাজে।
জাগবে কি ভাই? তোমাকেই চাই! আহাজারি করে অসহায় বোন।
তবুও "কঠিন হৃদয়ের বীণ" হিকমার সুরে বাজে নিদারুণ!
এ জীবনে হায়, কে হবে সহায়? যায় পুড়ে পুড়ে শিশুদের দেহ!
"বাতিলের ভয়ে সীমাহীন ক্ষয়ে - টলে নাকো ডরে" আছে কি কেহ?
যদি থেকে থাকে, কেনো বাঁকে বাঁকে, ক্ষমতার জোড়ে ছুড়ছে বুলেট?
হয়েছে সময়, জাগাতে প্রলয় - ইতিহাস ক্রোড়ে নতুন সনেট!

বাইশ

আমাকে খুঁজতে কোথায় যাইনি আমি বলো?
কত কি দেখতে গিয়ে কত কি শুনতে হলো!
তবু হাল ছেড়ে দেইনি তো আমি আজো দেখো,
বলেছি নিজেকে, পরের আপন হতে শেখো!

সে বলায় ভুল ছিলো নাকি আমি বলবোনা,
সে দেখায়? সে শুনায় কিবা সেই যাওয়ায়?
ভেবে হয়রান আমি, কূলতো খুঁজে পাইনা।
ভাবছি নতুন করে বাইশের জানালায়।

আগুন লেগেছে হৃদয়ে, কোথায় দমকল?
পুড়ে ছারখার এই মন, হয়েছে অচল!
পানিতে বাড়বে তার বিভীষিকা যত,
দিওনা পানির ফোয়ারা, দাও প্রেম-প্রীত।

বাইশ বছরে পেয়েছি অনেক অগণিত,
শোকরিয়া তাই রবের দুয়ারে অবিরত।
পথের চলাতে সুখী রাখা চাই সবাইকে,
সঠিক নয়তো একথা, চিনিনি মানুষকে!

সুখ বেঁচে চলে ওরা, গুনেনা আমাকে কেউ,
আজ আছে কাল নেই, করে যাবে ঘেউঘেউ!
নিজে যদি জেনে থাকি আর যদি জানে প্রভু,
থাক পড়ে লোকালয়, দীপশিখা নিভুনিভু।

গান গাবো নিজ সুরে মিল রেখে তার সাথে,
কাজ হবে তার রাহে, পথচলা, কথাবলা!
থামেনি কখনো, থামবেনা কারোর আঘাতে।
ভয় সেতো নিজে আমি, কবে হই মন ভোলা?

ভোলামন পথ পাবে, যদি থাকে ভালোবাসা,
মূল কথা জেনে গেলে, তবু কেনো কানাঘুষা?
ভালোবাসা ফেরি করে ঘুরে নাকি আজকাল?
নাওনা কিনেই তবে কেউ এক বা দুথাল।

অনেক অবাক হয়েছো? বলছি এসব কি?
তবে জেনে রেখো এতদূর পথ হেটে আমি
ব্যথাহত পথচারী, আশাহত মুসাফির।
শুধু ভেঙে দিতে চাই নফসের জিঞ্জির।

মিঠে ভোরে

মন খারাপের দিনে আমি কেন যেন কাউকে না পাই কাছে,
আমার ব্যথায় দেখো কোয়েল পাখি গান ধরেছে মরা গাছে,
শুকনো ডালের মড়মড়ে ডাক আমার মনের প্রতিধ্বনি,
চোখ কোটরের কালো মেঘে তাই গ্রহণ লেগেছে রবি শনি।
আহার নিদের সুখ ছেড়ে আজ আমার দেহের হাত ও পা,
হয়েছে কৃষক, শহুরে সাহেব কখনো আবার কুলি-ধোপা।
সময় চাকার লাগাম কোথায়,যায় চলে যায় আপনাতে,
নিজের বেলায় তাইতো পেলাম চুল সাদা আজ আয়নাতে।
জবান আমার খুলতে হবেই নতুন গানের কথা সুরে,
গাইতে আমার ইচ্ছে খুবই সকাল বেলার মিঠে ভোরে।
সোনালি আলোয় ভরবে আবার আমার মনের উঠোনটা,
মন আঙিনায় নাচবে আশায় কেশ ঢাকা সেই ঘোমটাটা।
দুলকিতে কেশ কেতন উড়াক, খুশকিরা যাক বহুদূর,
আমার কেশের শীতল ছোঁয়ায় খোয়া যাক ক্লান্ত দুপুর।

তুমিও হবে পথের স্বামী

কিছু কথা বলতে চাই, শুনার সময় হবে কি?
কিছু কথা লিখতে চাই, পড়ার সময় হবে কি?
শুনতে যদি নাই চাও, পড়তে যদি নাই পারো,
থাক তাহলে!
আর এসো না বলতে আমায়, হেন করো আর তেন করো।
নিজের পথে চলতে থাকো, নিজের মতো বলতে থাকো।
মাফ চেয়েছি!
আর কিছুতে আমায় যেনো নতুন করে না ডাকো।
ক্লান্ত আমি, হতাশ আমি, চাইনা আর নতুন কিছু।
পেয়েছি আমি নিজের পথ, ছুটবো না আর কারো পিছু।
অবাক হলে?
কেমন করে পেলাম আমি, অবশেষে নিজের পথ?
স্বপ্ন আমার সামনে চলে দেখতে তা অনেক বৃহৎ।
তার মাঝেতে বিলীন হয়ে, পথ পেয়েছি আজকে আমি।
আকড়ে ধরো স্বপ্ন তোমার, তুমিও হবে পথের স্বামী।

পাতা ঝরা দুপুর

পাতা ঝরা দুপুরের ইতিহাস আজ বলে যাই,
হেসে হেসে কেটে পড়া ভোররোদ ফিরে পেতে চাই।
ঝরবার সেতো ঝরবেই অসহায় ভাবে,
ঝরতে পারেনি যারা আফসোস করে তারা খা'বে।
অদ্ভুত এই ধরণীর খেলা বুঝা বড় দায়,
সময়ের সাথে যার যার মতো কেন ঝরে যায়?

উত্তর খুঁজে পেতে ঘুরে আসি চলো না 'মানুষে',
দেশে দেশে কতরূপ খুঁজে পাই রঙিন ফানুসে।
কেউ ঝরে এক সাথে কেউ ঝরে একা একা ক্ষণে,
একা একা চলে যাওয়া পাতাকে কম থাকে মনে।

সহসা বাতাসে পাতার মিছিলে চমকে সবাই,
ব্যথায় দুমড়ে কি করুণ আফসোস গান গাই!
গুণে দেখো একা একা ঝরে যাওয়া সব পাতাকে,
হার মানে সব হিসাব-কিতাব ভড়কে তোমাকে!

প্রতিটি পাতাই সমান আপন আমাদের কাছে।
তাই দেখো, পানি দিয়ে যাই আমি পাতা ঝরা গাছে।

নয়া যামানার নয়া বিজ্ঞপ্তি

আইয়্যামে জাহেলিয়াতের মাঝে, আলো এনেছে যে শক্তি,
সে শক্তির পূজারী আমি, করছি আজো তাকে ভক্তি।
সে শক্তিকে ধারন করে, লিখছি নয়া যামানার নয়া বিজ্ঞপ্তি,
জেনে নাও বিশ্ব নেতারা, আমিই আগামীর চিহ্নিত কিংবদন্তী।
সবাইকে চমকে বিশ্ব কাপিয়ে করছিনা কোন দম্ভোক্তি,
এটা পৃথিবী গড়ার দৃপ্ত শপথে, ভেজা এক উক্তি।

উদাস মন

উদাস মনের ভাঙা হালে, গতি আসে হৃদয় পালে।
ধীরে ধীরে পিছু ফিরে, আঁখির মায়াজালে-
আটকাতে চায়, তবু ছুটে যায়- তরঙ্গ তালে।
জানায় বিদায় আঁখির ছায়ায়- উদাস মনে,
ব্যথার হৃদয় আনতে বিজয়- মৃদু সঞ্চালনে।"

মনীষী এখন- কিংবদন্তী

হারিয়ে ডায়েরী নির্বাক হলো জনৈক মনীষী।
হতাশ হৃদয়ে ভাবছে একাকী- কত দিবানিশি,
পেরিয়েছে শুধু লিখতে গল্প, কবিতা-পঙক্তি।
কালের বিরহে- মনীষী এখন- কিংবদন্তী।

গান অবিনাশী

যাচ্ছি লিখে গান অবিনাশী,
যে গানে থাকবে ঘৃণা সর্বগ্রাসী।
যার সুরে হতবাক হবে সন্ত্রাসী,
যে গানের পটভূমি হবে আমার ফাসি,
যে গানের তাল হবে ফাসির মঞ্চে আমার হাসি।
যে গান হবে শুনা, হলে আমি প্রবাসী,
আমি মুসলিম, আমার নেইতো কোন দেশ।
পুরো পৃথিবী নিয়ে গড়া একটি দেশে আছি আমি বেশ।
মৃত্যুভয়ে নই ভীত চাইনা কোন কোশেশ।
প্রভুর কাছে জীবন দিয়ে হোক এ সফর শেষ।
অতঃপর, নেতা তুমি, অবশেষ!
শত বছরের ধারাবাহিকতায় করেছো নজরানা পেশ।

হতে হবে উম্মাদ

হে যুগের সাহসী সন্তান,
গড়তে নতুন উপাখ্যান,
চাই কিছু তাজা প্রাণ।
হতে হবে উম্মাদ, জেদি এবং পাগল।
নয় প্রয়োজন সুর-তান।
নাই বা থাক কাব্য-গান।
শুধু থাক সত্য মহান,
শুধু হৃদয়ের বাণী- হয় যেনো নির্মল।

মন

অদ্ভুত এই মন,
নিয়ম ভাঙ্গার প্রতি যার আকর্ষন-
অবাধ্য থাকে প্রতিক্ষণ।
লাগাম টেনে ধরতে চেষ্টা করি প্রাণপণ।
জানি অচিরেই ঘটবে তার আগমন।
নব মাসে ফিরে পেতে নব জীবন।
দেখে যাই একে একে আশাগুলোর মরণ।

নতুন ভোর

কোন পড়ন্ত বিকেল বেলায়,
তার স্নিগ্ধ লালিমায়,
সন্ধ্যাভাবের মোহমায়ায়,
কোন দিনের সমাপ্তি দেখায়,
কেউ যখন ব্যস্ত চেষ্টায়।
আমি তখন কল্পনায়,
সূর্যাস্তের শেষ সীমায়,
দাঁড়িয়ে থাকি প্রতীক্ষায়,
নতুন ভোরের আশায়।

অব্যক্ত কথা

নীরবতা-
অন্যের মনে জাগায় কথা।
কেউবা বলে নম্রতা,
কারো কাছে অলসতা।
এখন আমি যাবো কোথা?
লুকিয়ে রাখি শত ব্যঁথা।
এতেই খুজি সার্থকতা।
তবু কেন আনছো প্রথা?
থামাও তোমার শঠতা!
এটাতো ভাই জানা কথা,
কল্পলোকের কল্পকথা।
শেখায় শুধুই কপটতা।

ফুটন্ত যৌবন

ওরে ঘুমন্ত ফুটন্ত যৌবন,
এক এক করে তারকার পতন,
জারি করে দেখো ভয়ানক সমন।
কোন বিহনে তুমি করছো গমন?
উত্তপ্ত মনে করো ইশক রোপণ।
হৃদয়ের দহন করো নির্বাপণ।
জাগাও যৌবন, শোনাও গর্জন।
একাকী মনে প্রভুর স্মরণ।
নিভৃত করে অসীম ক্ষরণ।
ছারখার করে উর্ধ্ব গগন।
মহীয়ান প্রেমের অবগাহন।

ব্যথা

কাঁদতে গিয়ে এখন আমায় হাসতে হয়,
লড়তে চেয়ে সবাই আমায় ভাবতে কয়।
কুরান পড়ে হুকুম মানায় করছে ভয়,
তারাই নাকি স্বপন দেখায় আনবে জয়!
কেয়ার করি থুড়াই তুমার পরিচয়।
পারিনা ভাই সইতে আমার পরাজয়!
সবার শেষে হতাশা যখন সর্বময়,
চেপেই রাখি বুকের সব ব্যথা-ক্ষয়।

স্বপ্নাদেশ

রাত্রির আধারে ক্ষণেক্ষণে ঘুম ভাঙানি স্বপ্নাদেশে,
আমি থরথর করে কেঁপে উঠি আতংকিত আবেশে।
আত্মঘৃণার প্রাসাদ-প্রাচীরে বাজে মৃত্যুর প্রতিধ্বনি,
পাপের শমসেরে আক্রান্ত যকৃতের পাংশুটে ধমনী।
উচ্চভিলাষী এ রুহের খোঁড়াক পেতে হয়রান লগ্ন,
কষ্ট ঘোচানো হাসির আড়ালে খুজে আশা মিশ্রিত স্বপ্ন।

আর্তনাদ

শুনতে পাও কি জাতি, মায়ের গর্ভের আর্তনাদ?
তুমিও ছিলে, থাকবে তোমার ভবিষ্যৎ সেই একই ঘরে।
তবে কেন করছোনা প্রতিবাদ?
অবিরত যেথায় আসছে আঘাত তোমার স্ত্রী, বোন ও মায়ের জঠরে!

নিবেদন

কলমের খোঁচা থেকে বের হয় কত মান অভিমান,
হৃদয়ের খাঁচা ফুঁড়ে উড়ে যায় শত দোআ অফুরান।
অলসতা জরা জালে শুনি যত তিমিরের আবেদন,
ভয়হীন আমি বালিশ চাপিয়ে কেঁদে উঠি অনুক্ষণ।
আজ শুধু কথা হবে কবিতার সাথে নিশাচরী কারো,
আমার বুকের পাজরে তোমার প্রেমবান ছুড়ে মারো।
পারছিনা আমি সইতে ধকল করি রোনাজারি একা।
জান্নাতে অগো দয়াময় প্রভু পাই যেনো তার দেখা।

অবোধ

অনাহারে ক্ষুধিতের করুণ বদনে,
ধুয়ে যায় নোনাজল শুভ্রচরণে।
সাদা মানুষের কশাঘাতে নিপীড়িত-
কালো মানুষেরা হয় নাতো কলুষিত।
স্বাধীনতা ফিরে পেতে চাই প্রতিশোধ!
জানিনা তবুও জাগবে কিনা অবোধ?

উৎসর্গিত কবিতা Acrostic Poem

আম্মু
জাহানারা বেগম

জান্নাত সেতো তোমার পায়ের নীচে জানি কতকাল,
হাজারো তারার মাঝে শশী হয়ে আছো তুমি মায়াজাল।
নাকাড়া বাজায় হৃদয় আমার তোমার প্রেমের গানে,
রাজকীয় উৎসব হবে আজ ফুল পাখি সব জানে।
বেহালার সুরে নামবে বিকেল গানের পসরা নিয়ে।
গলেতে তোমার কবিতার মালা পড়াবো নূতন দিয়ে।
মদিনার বুলবুল দেখিয়েছে পথ আমাকে সবার সাথে,
তেসরা মার্চের এই ক্ষণে তাই দোয়া করি দিন রাতে।

#
জানিনা কখনো দিয়েছি তোমায় কোনো উপহার,
হারানো প্রেরণা পেয়েছি প্রথম হাসিতে তোমার।
না বলা অনেক কথা আছে জমা বুকের ভেতর,
রাত পেরিয়ে দিন গড়িয়ে যায় চলে যায় প্রহর।
বেসাতি আজো বসেনি আমার তোমার প্রেমঘাটে
গজনী উহান এক হয়ে আসে আমার খোলা মাঠে।
মনটা শুধু মায়ের পায়ে ঠাঁই পেতে চায় সারাক্ষণ,
তেসরা মার্চ দোয়ায় কাটুক জন্মদিনের শুভক্ষণ।

আবিদ ইহসান

আমাদের পথচলা ছোট থেকে ছিলো এক, নয় ভিন্ন এখনো।
বিকেলের মিঠে রোদে করা শত আয়োজন নয় অজানা কখনো।
দক্ষিণা হাওয়া আজ দোলা দিয়ে যায় স্মৃতির পাতায় চুপিসারে।
ইথারে ইথারে আজ শোনা যায় শত গান আমাদের মতিহারে।
হতাশার বেড়াজাল থেকে শুনি যখন এগিয়ে যাবার প্রেরণা।
সাদামাটা জীবনের আশাগুলো বেড়ে যায়, সাথে শৈশব চেতনা।
নতুনের পথে ভালবাসা সাথে নিয়ে শুরু হোক এই শুভদিন।
২৪ শে জুলাই ১৯৯৫ দিনক্ষণ স্মৃতিতে থাক চির অমলিন।

আবুল আলা মাসুম

আপনার লেখা যত কথা গানে,
বুক ভরে যায় সুরেরই তানে।
লহুতে জাগায় চেতনার ঢেউ,
আলোড়ন তুলে অজানার কেউ।
লালফুলে সুবাসিত প্রীতি নিও,
মাধবীলতা, জবা গলেতে দিও।
সুর কথা গানে চলুক কলম,
মনের গহীনে জাগুক মাতম।

হিফজুর রহমান

হিজল তরুর ছায়ায় ছায়ায়,
ফসলি মাঠের দোলায় দোলায়,
জুটিহীন এক জীবন আমার-
রঙ বেরঙের চলন আচার।
রকমারি সব স্বপ্ন যখন
হলদে ডানায় দেয় রূপায়ন,
মান অভিমান সব ভুলে ভাই,
নতুন দিনের আকাশ আঁকাই।

নাজিব ফারহান

নাগরা পায়ে শেরওয়ানি গায়ে দেখো ভাইটি আমার,
জিন্দেগানির এ মধুর ক্ষণে নিয়ে কত স্বপ্ন বাহার।
বর্ণিল সাঝে সাজিয়ে দুটি স্বত্বা আজ শত ব্যস্ততায়,
ফানা হয়েছে স্রোতস্বিনী জীবনের একই মোহনায়।
রজনীগন্ধা গোলাপ বকুল ও হাসনাহেনার ঘ্রাণে,
হাসি কান্নার পৃথিবী মাঝে শুভ্রতা আনে প্রতিটি প্রাণে।
নবসাজে নববধূ আজ ভাবী সুমাইয়া সুলতানা,
১৪ ই ডিসেম্বরে বিছিয়েছে তার পাশে প্রেমের সামিয়ানা।

খোমেনী এহসান

খোদার হিসেবে মিলিয়ে নিজেকে আছি চায়নায়,
মেহেদীর রাঙা হাত ডেকে যায় মন আয়নায়।
নীলাচলে উড়ে চলা বলাকায় দেখি বিপ্লব,
এবাদতে মশগুল হৃদয়ের পূত অবয়ব।
হতাশার মাঝে আশা খুজে ফিরি আমি মুসাফির,
সাহসের সাথে ঠেলে যাই শত বাঁধা পৃথিবীর।
নতুনের পানে ছুটে চলা যেনো বিধি নিয়তির!

মোঃ মারুফ আহমেদ

মোলায়েম সুরে ডেকে যায় কোনো এক অবাক লহরী,
মানুষেরা আজ কেনো করে অবহেলা সময়ের ঘড়ি?
রুহানি আদেশে কেনো আজ নেই কোনো ভাবনা তাদের,
ফকির ধনীর বিভাজন আজো আছে যেই সমাজের?
আফসোস! মানবতা নামে কোনো কিছু ছিলো এক কালে,
হতাশায় তাই গান গেয়ে যাই আমি সুরহীন তালে।
মেঘলা আকাশে লুকানো আমার অতীত পাথেয় নিয়ে,
দরিয়া মাঝারে তাই চলেছি একা আমার ভাঙা নায়ে।

মোহাম্মদ সিয়ামুল ইসলাম

মোহিত আবেশে বসে বসে ভাবি আমি,
হাসি কান্নার এ জীবনে এসে তুমি।
মরুর ভূমিতে আনলে সজীব প্রাণ,
মহান প্রেমের আচলে শোনালে গান।
দখিনা হাওয়া আজ সমীরণ ভুলে,
সিক্ত আবেগে থেমে থেমে ঝড় তুলে।
আলোকিত সাঁঝে রাতের তারারা সব,
মুঠোমুঠো আলো দিয়ে করে উৎসব।
লহুতে আমার চেতনা তুলেছে ঢেউ,
ইথারে ইথারে ভাসছে অজানা কেউ।
সবুজাভ অন্তরে রক্তিম ছবি-
লালচে আভায় যেনো বিকেলের রবি!
মজনু হয়ে আজ আমি প্রেমের কবি।

কবিতার বিপরীতায়ন

অবুঝ সুবোধ

তুমি লালসার নরকে তরল এক ফোটা কেরোসিন,
তুমি লালচে রসনা ভেদ করা এক ডোজ ভ্যাকসিন।
সে তোমাকে উত্তাপে বায়বীয় হতে দিতে চাই আমি,
রসনার লালায় মিশে তুমি যে শিরার রক্তস্বামী!
আমি মারেফাত ভেদে খুঁজে হয়রান ক্লান্তশ্রান্ত,
তাও যদি দগ্ধ বিবেক শিলায় ফুটে যথার্থ!

অসাম্প্রদায়িক সাম্প্রদায়িকতা

যদি তব প্রাণে আজো সুর তুলে মারাঠা শিবাজী,
জেনো, স্বীয় মনে জেগে আছে শরীয়তুল্লা হাজী!
যদি পুনঃ ধোয়া তুলে ক্ষাত্রতেজ আর ব্রাহ্মজ্ঞান।
জেনো, নিবারণ পেতে আজো আছে জেহাদ-কুরান।

উদ্দেশহীন লক্ষ্য

দর্পণে বিম্বিত কায়া ভরা রোদ্দুরে কালো ছায়া,
স্বীয় দর্শনে দেখা দেয় লুণ্ঠিত কলজের মায়া।
কাষ্ঠ হৃদয়ে গর্জন তুলে পরাজিত কবিগান,
বিজন নয়নে বর্জিত কান্নারা দেয় আহবান।
নিত্য সত্য আজ লুকায়িত যেনো রুদ্ধ লক্ষ্যে,
অবারিত ভাঙে পিঞ্জরাস্থি রূঢ় পাষাণ বক্ষে।

খোদাপ্রেম

১
আমিতো শুধু তোমার ভালোবাসার কাঙাল,
শুধু একবার একসেপ্ট করো আমার এপ্রোভাল।
অবুঝ আমি বুঝিনাতো এ দুনিয়ার চাল।
চাই শুধু জান্নাত আর সফল পরকাল।

২
তাওফিক দাও প্রভু।
ভুল করি যদি কভু,
ক্ষমা চাওয়ার, ওগো।
পাপবোধ তুমি দাওগো,
হৃদয়ে আমার।
ওগো রহিম, জাব্বার।

৩
নতুন স্বপ্ন, নতুন আশা।
সাথে প্রভুর ভালোবাসা।

আমার আমি

১
জানি হতাশায় লাভ নেই, এটা ছিল স্বাভাবিক এক ঘটনা!
আধুনিকতার সয়লাবে আজ হারিয়েছে চাহিদা স্বীয় রচনা!

২
অবশেষে বসন্ত এলো যে
ফোটায় ফোটায়।
কতগুলো বৃহৎ ক্ষুদ্র
গুটিকায়।
দিলে সাক্ষর এই দেহে কিছু
অব্যক্ত ব্যথায়।
আমিও দিলাম তাই
লুকিয়ে সায়।
শুধুই তোমায়।

৩
নফস নামের ফাঁদে আটক আমার মন।
সময় সুযোগে সাঁধে- যেনো সে আপন জন!

৪
জীবনের উত্থান পতনে, অনিশ্চিত এই ভুবনে -
কিছু লোকের চিন্তা চেতনে -
কিছু লোক ঠাঁই পায় গোপনে।
তাদের স্মরণে -
জল আসে দুই নয়নে।

৫
নিজের ভেতর নিজেকে লুকাতে চেয়েছি অনেক বার,
হৃদয় আমায় দেয়নি সুযোগ পাইনি কোথাও ছাড়।

অনুকাব্য

১
সোবহে সাদিকে উদিত যখন স্বপ্ন আপন,
বিচ্ছুরিত আলোকে তার নিরব প্রস্ফুটন।

২
অমানিশা ঘোর তিমির আধারে,
শত ধুমকেতু আসে চুপিসারে।

৩
কাছে রেখো চাঁদকে পেতে নিশির বিভূতি।
দিবাকর রবে চিরকাল ছড়িয়ে জ্যোতি।

৪
নিগৃহিত সমাজের লুণ্ঠিত মানবাত্মা।
সংঘাতে ভেঙ্গে সংযম, করছে হত্যা।
সিক্ত নয়নে অবলোকিত সে সূর্যোদয়।
মানবতার ঐকতানে প্রত্যহ জ্যোতির্ময়।

৫
আজ মানবতা হারিয়ে গেছে,
মানুষেরা বিবেক দিয়েছে বেঁচে।
বিবেকের ঘর তাই শূণ্য,
পাপের কাজ আজ পূণ্য।

৬
হাসি মানেই ভালোলাগা, ভালোবাসার কথা বলা।
হাসি মানেই মেনে নেয়া, শোকের মাঝে পথচলা।

৭
পুরো পৃথিবী আমার, আমি পৃথিবী নিবাসী,
সব দেশই আমার, আমি নয়তো প্রবাসী।

৮
"ব্যথা বুকে চাপা রয়, শত ক্ষয় আনে জয়- রক্তের দাবানলে।
হক কথা জনে জনে, বাঁধা পায় প্রতিক্ষণে- বাতিলের রোষানলে।"

৯
রক্তে আমার স্বাধীনতা যখন খুশি তখন দেবো,
স্বাধীনতায় হানলে আঘাত কলজেটা খাবলে নেবো।
চেনোনিতো এখনো আমায় সময় হলেই বুঝবে তুমি,
বিপদকে সাথে নিয়ে সকাল বিকাল মৃত্যু চুমি।

১০
এখন সময় পেছনে যাবার-
ফিরে পেতে সেই সোনালি অতীত।
নজরানা আছে শত সাহাবার,
গড়তে আবার সে নববী ভিত।

১১
তবুও মহান প্রভুর আযান ডাক দিয়ে যায়,
বিজয়ের ক্ষন করতে পালন শহীদী ঈদগায়।

১২
নিদ্রা হারিয়ে আঁখিদ্বয়ে আজ অশ্রুখুন,
হৃদয়পটে গেথে নেয়া নেতাজির রেঙ্গুন।
অহিংস গানের সুর বেসামাল করা কবিতা,
খুন দাও আমায় আমি দেবো স্বাধীনতা।

১৩
জেনো ওহে! আমাদের রক্তে চারটে কণা,
শ্বেত, লোহিত, অণুচক্রিকা সাথে বারুদদানা।

১৪
মৃত্যু এসে বললো, "গ্রহণ কর আমায়।"
বললাম, "কীভাবে? ক্রসফায়ার কিংবা পেট্রোল বোমায়?
নাকি ফাঁসির দড়িতে?"
অতঃপর, জনৈক মনীষী
... ...
ছোপ ছোপ রক্তে।

১৫
কাব্যের ভাষা ভুলতে বসেছি আমি আজকাল,
ছন্দ হারিয়ে কেমন যেনো হয়েছি বেসামাল।
মরীচিকা পড়া হৃদয়ে আমার নেই কোলাহল,
ঘুণে ধরা, পঁচে যাওয়া আমাতে-বিবেক অচল।